দৈনিক ইত্তেফাক

১৬/২/২০০৩

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭......

শিক্ষকদের মানোন্নয়ন

স্মরণকালের ভয়াবহ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের পর সম্প্রতি শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন একটি সংবাদিক সম্মেলন করিয়া ১০ দফা প্রস্তাব পেশ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব উচ্চ-মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত। প্রস্তাবগুলির অন্যতম হইতেছে শিক্ষকগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করিবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নেওয়া ন্যূনতম শতকরা ৭৫ ভাগ নিশ্চিত করিতে হইবে। শিক্ষকদের অংক, ইংরেজী ও বিজ্ঞানসহ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিতে হইবে। ম্যানেজিং কমিটিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না ইত্যাদি। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতৃবর্গ বলিয়াছেন, শুধু আর্থিক সুবিধা আদায়ের জন্য সমিতির কর্মকান্ড ও আন্দোলন পরিচালনার বদলে প্রচলিত শিক্ষক আন্দোলনের ধারা পরিবর্তন করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের যুগোপযোগী শিক্ষা দেওয়ার জন্য উন্নত শিক্ষাদানে সক্ষম একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষক গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিতে চাই।

বাংলাদেশের স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল বিপর্যয় অবশ্য এই নতুন নয়। বহু বছর যাবৎই ঘটিতেছে। ইহার পশ্চাতে বহু কারণ রহিয়াছে। তবে আমরা বারবার বলিয়া আসিয়াছি ছাত্র-ছাত্রীদের নকল ও ব্যাপক ফেলের প্রধান কারণ হইতেছে শিক্ষকদের নিজেদেরই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দুর্বলতা। বিষয়ের উপর শিক্ষকদের ভাল দখল থাকিলে এবং তাহাদের পড়াইবার উন্নত টেকনিক জানা থাকিলে ছাত্র-ছাত্রীরা যত কাঁচা হউক না কেন তাহারা পরীক্ষায় পাস করার মত ন্যূনতম শিক্ষা অবশ্যই আয়ত্ত করিবে। অন্যদিকে মেধাবী ও স্থিরমতি ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক ভাল ফল করিবে। আমরা আরও বলিয়াছি ছাত্র-ছাত্রীরা যে সমস্ত বিষয়ে কাঁচা থাকে সে বিষয়ে পরীক্ষায় নকলে প্রবৃত্ত হয়। দুঃখের বিষয়, শিক্ষক সমাজের একটি বড় অংশ এতদিন নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করেন নাই। উপরন্তু সকল দোষ ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও রাজনীতিবিদদের উপর চাপাইয়া দিয়া দায়মুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের উপলব্ধি অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য। তাঁহারা ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় ফেলে নিজেদের দায়িত্ব কাঁধে গ্রহণ করিয়া বরং ছাত্র সমাজের উপকার করিলেন। আমরা তাহাদের ধন্যবাদ জানাই। বর্তমান বাংলাদেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ মান অতি নিম্ন পর্যায়ের। বিশেষ করিয়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের বেশীরভাগ শিক্ষকের বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় দখল নাই। ইংরেজীর বহু শিক্ষক ইংরেজী পরের কথা বাংলাও শুদ্ধ করিয়া বলিতে ও লিখিতে পারেন না। মাতৃভাষার এমন শোচনীয় চর্চা কল্পনাই করা যায় না। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে বাংলা, ইংরেজী ও অংক পরীক্ষায় ফেলের অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষকদের ঐ বিষয়গুলোর উপর প্রয়োজনীয় দখল না থাকা। বলা বাহুল্য, ছাত্র-ছাত্রীরা নিচ হইতে কাঁচা অবস্থায় কিংবা নকল করিয়া উপর ক্লাসে যায় বলিয়া পরে আর অবস্থার উন্নতি করিতে পারে না। ফলে উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রী পরীক্ষায় তাহাদের নকল না করিয়া আর উপায় থাকে না। আবার এখন শোনা যাইতেছে, কলেজের শিক্ষকেরা টেক্সটবুক না পড়িয়া নোট বই পড়েন এবং এই প্রস্তুতি নিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ান। অপরদিকে ছাত্র-ছাত্রীরাও নোট বই, গাইড বই পড়িয়া পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। বলার অপেক্ষা রাখে না এইভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের খুব অল্প সংখ্যকেরই পরীক্ষায় পাস করা সম্ভব হয়।

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নকল প্রতিরোধে যে প্রস্তাবসমূহ উত্থাপন করিয়াছেন তাহা বাস্তবসম্মত ও গ্রহণযোগ্য। বিশেষ করিয়া শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তাহা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিন্তা করা প্রয়োজন। ইহা সত্য বটে, নিম্নমানের জ্ঞান নিয়া যাহারা স্কুল-কলেজে শিক্ষক হন তাহাদের বিষয়ভিত্তিক কোর্স করা ছাড়া যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এই কাজটি কিছুটা কঠিন ও ব্যয়নির্ভর সন্দেহ নাই। তবে আমাদের সন্তানদের শিক্ষিত করিতে হইলে এইখাতে ব্যয় মানিয়া নিতে হইবে। অবশ্য এই কোর্স প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হইতে শুরু করিতে হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান সঠিক হইলে উচ্চ বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান ভাল হইবে এবং মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক কোর্স করিয়া তাহাদের মান উন্নত করা গেলে মাধ্যমিক এবং এইভাবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার বাড়িয়া যাইবে। একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তদবিরের মাধ্যমে যে সমস্ত স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং একইভাবে নিম্নমানের শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে সেখানেই প্রশিক্ষণ মান সবচাইতে খারাপ। এখনই শিক্ষকদের দুর্বলতা দূর করা একান্ত প্রয়োজন।